গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ ও তার রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা করেন, মাওলানা মোঃ আমিরুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট বিএনপি’র প্রবীণ নেতা আব্দুর রউফ। দোয়া পরিচালনা করেন, নওপাড়া বড় মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপারসন মরহুমা খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ অনেকে।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক কাজল ও মহিত।

দোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি’র নেতাকর্মী, সমর্থকসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এক বছরে ৬ খুন,

উদ্ধার ১০ মরদেহ

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় গত এক বছরে আধিপত্য বিস্তার, পূর্বশত্রুতা, পারিবারিক বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও মাদক সংশ্লিষ্ট বিরোধের জেরে অন্তত ৬ জন খুন হয়েছেন।

একই সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব ঘটনায় সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে গাংনী উপজেলায়।

সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরে গাংনী উপজেলায় ৪টি এবং মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী উপজেলায় ৫টি, সদর উপজেলায় ৪টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের একটি পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত তপন এক সন্তানের জনক।

এছাড়া গাংনীর ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভেতর থেকে কাঠমিস্ত্রি বিপ্লব হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে থাকা দুই সহযোগী ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) এর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে, যদিও স্বজনদের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার দাবি করা হয়েছে। পুলিশ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া বামুন্দি বাগানপাড়া, গোপালনগর মাঠ, ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ঝুলন্ত ও অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হন। এছাড়া আমঝুপি দক্ষিণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে বড় ভাইয়ের আঘাতে ছোট ভাই বাপ্পি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সদর উপজেলার পাটকেলপোতা, শোলমারি সীমান্ত ও বাজিতপুর সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে একাধিক ঝুলন্ত ও অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনার আলামত পাওয়া গেছে।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এক বছরে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড ও মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তারা দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ফুটপাতের গরম কাপড়ের হাট

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ফুটপাতের। শীতের তীব্রতা যতই বাড়ছে, গরম কাপড়ের হাটে ততই ভিড় জমছে। আর দেখে মনে হচ্ছে, ভেদাভেদ ভুলে ধনী-গরিব সবাই যেন মিলিত হয়েছে এই গরম কাপড়ের হাটে।

ফুটপাতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের শীতের পোশাক। উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগ্রহীরা তাদের চাহিদামতো পোশাক কিনতে আসছে। এই গরম কাপড়ের হাটটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে অবস্থিত। বামন্দীর এই বাজারটি বসে শুক্রবার ও সোমবার। এছাড়াও গাংনী শহরেও ফুটপাতে বসেছে গরম কাপড়ের বাজার।

বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী বাবলু হোসেন বলেন, শীতের শুরুতে তেমন বেচাকেনা ছিল না। শীত পড়ার কারণে বেচাকেনা বেড়েছে।

বেচাকেনা ভালো হলে মনেও আনন্দ থাকে। শীতের তীব্রতা বেড়েছে, এতে মানুষ ছুটে আসছে গরম কাপড় কিনতে। আমরা বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক তুলেছি। এখানে সব ধরনের মানুষ পোশাক কিনতে আসে। পুরাতন পোশাকের মধ্যেও অনেক ভালো পোশাক পাওয়া যায়।

নাজমুল হোসেন নামের একজন ব্যবসায়ী বলেন, সারা বছর তেমন বেচাকেনা না হলেও শীত মৌসুমে খুব ভালো বেচাকেনা হয়। ভালো মানের পোশাক আনার চেষ্টা করি। ব্যবসা ভালো হচ্ছে, লাভেও পুষিয়ে যাচ্ছে।

পোশাক ক্রয় করতে আসা আবুল হোসেন বলেন, শীত যেন হাড়ে ঠেকছে। এখানে কম দামে পুরাতন পোশাক পাওয়া যায়, তাই কিনতে এসেছি। পরিবারের সবার জন্য নেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া গার্মেন্টস থেকে এত দামের পোশাক সবার জন্য কেনা সম্ভব না। গার্মেন্টসের একটি পোশাকের দামে এখানে সবার পোশাক হয়ে যাবে।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ ১২ জনের মনোনয়ন জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ মোট ৫ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, জামায়াতের ২ জন, এনসিপির ১ জন, সিপিবির ১ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ, এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা এখনো আশা করছি মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। সে হিসেবে আমরা আশাবাদী। তবে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-১ আসনে ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

গাংনীতে বসুন্ধরা শুভসংঘের বার্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার আয়োজনে “কেমন চাই আগামীর বাংলাদেশ?” শীর্ষক আলোচনা ও বার্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সভায়।

অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ জাকির হোসেন মাস্টার বলেন, একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের গণ-

অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বকুল বলেন, ডান-বাম কিংবা বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয়, বাংলাদেশকে এখন হাঁটতে হবে নিজের নাক বরাবর বাংলাদেশপন্থী হয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা রাশেদ বোরহান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তরুণদের এই বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। সমাজের সব শুভ কাজে তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে কাজ করতে হবে। সেই কাজই করে যাচ্ছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

শীতের বিকেলে গাংনী উপজেলার আব্দুল মজিদ মাস্টার স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও বার্ষিক সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

একঝাঁক তরুণদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মাহফুজ রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক এস. এম. তারেক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাংবাদিক জুলফিকার আবির, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক ফাহাদ হোসেন শিহাব, কার্যকরী সদস্য ইয়াছিন হাবিব, জায়েদ কবির এবং ওয়াহিদুজ্জামান স্বপ্নীল।

নতুন বছরে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখা কীভাবে ভিন্নধর্মী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজু আহমেদ বনি।

এক বছরে দেশে ঠেলে দেওয়া হলো ৩৭২ বাংলাদেশিকে

এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৩৭২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে বিএসএফ। এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে মোট ৩৭২ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

কাজের সন্ধানে এসব বাংলাদেশি অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে কেউ ১৫ বছর আগে, কেউ ১০ বছর আগে, আবার কেউ চার-পাঁচ বছর আগে ভারতে যান। সেখানে তারা বিভিন্ন ইটভাটা ও কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের আটক করে হাজতে পাঠায়। হাজত থেকে মুক্তির পর রাতের আঁধারে অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা পুশ ইন নামে পরিচিত।

সূত্র জানায়, এর মধ্যে ২০৫ জন বাংলাদেশিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে বিএসএফ হস্তান্তর করে। অপরদিকে, ১৬৭ জনকে মেহেরপুরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ অবৈধভাবে পুশ ইন করেছে।

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

পুশ ইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন। আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু ও ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।
আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

নভেম্বর ১৯, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবর ২৬, মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন।

অক্টোবর ২৫, মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

১৮ অক্টোবর, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ১৯, মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ৬, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার সকালে বিজিবির সদস্যরা ওই তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছেন।

আগস্ট ১৯, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

১৪ আগস্ট, মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

আগস্ট ১৩, মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আগস্ট ১, মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের

মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

২৯ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১০ জুন, ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের

নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়।

জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে

শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে স্থানীয়রা বিষয়টি মিমাংসা করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে আবার ভাটপাড়া বাজারে রবিউল ইসলামের ওষুধের দোকানে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

মেহেরপুরে সড়কে ঝড়েছে ৪৩ প্রাণ, আহত শতাধিক

মেহেরপুরে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, সরকারি প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র ও বৃদ্ধ রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষন করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুর এলাকায় ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিজন হোসেন ও রকিবুল ইসলাম নামের দুই যুবক নিহত হন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবাহী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর তার শিশু কন্যা তানহাও মারা যায়। গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে।

১৪ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২ জন। রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো. কমিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ (২৮) ও শয়ন আলী (১৬)।

৭ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত

শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

২ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।

সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠপাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

২৯ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা (৭) নামে এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাড়াডোব কাচারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশা খাতুন গাড়াডোব কাচারি পাড়ার তামিম ইকবালের মেয়ে।

একই দিনে, মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হন। শনিবার দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২৬ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে কাঁঠাল গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রানা আহম্মেদ (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়।

বুধবার দুপুরে সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানা আহম্মেদ বামন্দী ইউনিয়নের নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

২৫ নভেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২২ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আ.

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

১৫ অক্টোবর, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি (২৬) নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী নিহত হন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারহানা ওয়াহিদা অমি মেহেরপুর শহরের কাসারিপাড়ার আব্দুল ওয়াহিদ চঞ্চলের মেয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৪ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মকলেছুর রহমান নামের এক জমি পরিমাপ আমিন নিহত হন। নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুর রহমান কারিগরের ছেলে। মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের এবাদতখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে আলমসাধুর ধাক্কায় সাইফুল রেজা ওরফে মহাজন (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হন। রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯ আগস্ট, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হন। রাত আড়াইটার দিকে দ্রুতগতির দুই প্রাইভেটকার রেসিং করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনেমা হলপাড়ার হাফিজের ছেলে ফেরদৌস (১৯) ও পলাশপাড়ার ওহি (১৯)।

১০ আগস্ট, মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হন।

১৮ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ মন্টু নামের এক পথচারী নিহত হন। আহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

১৬ জুলাই, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

২৫ জুন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান
(৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)।

এছাড়াও চলতি বছরে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী ও প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন আহত হন।

৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন।

৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন এবং আরও ৪ জন আহত হন।

৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়।

১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ৩ নারী আহত হন।

৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক
(৬৫) নিহত হন।

৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের

শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান।

২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান।

২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সঙ্গে ধাক্কায় প্রবাসফেরত সাগর মিয়া (২৪) নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত হন এবং মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

২৭ জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫) মারা যান।

৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮) নিহত হন। এছাড়াও জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী, প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মদ-ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে ভারতীয় মদ, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার রাত দেড়টার দিকে কাজীপুর বর্ডারপাড়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ৪৭-বিজিবি ব্যাটেলিয়ন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাজীপুর

এলাকার ১৪৬/৪-এস হতে আনুমানিক ৩০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বর্ডারপাড়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সুবেদার মোঃ হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল দল ওই স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ৩০ বোতল মদ, ৭শ’ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট এবং ১১শ’৪০পিচ চকলেট বাজি (পটকা) উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

জানালার গ্রিল কেটে গাংনী পাইলট স্কুলে চুরি

জানালার গ্রিল কেটে মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের অফিস কক্ষের আলমারি থেকে প্রায় দুই লাখ টাকা চুরি হয়েছে।

আজ বুধবার ভোর চারটার দিকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি অফিস কক্ষ থেকে নগদ টাকা ও মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটি অফিস কক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু জানান, অজ্ঞাত এক ব্যক্তি জানালার গ্রিল ভেঙে প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। এ সময় আলমারির তালা ভেঙে নগদ ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা এবং কিছু মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। চুরির কাজে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতিও জব্দ করা হয়েছে। চোরকে শনাক্ত করে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।